যায়যায়দিন

3 OCT 2012
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৪

শিক্ষকদের ঘরে ফেরার অনুরোধ শিক্ষামন্ত্রীর

যায়যায়দি রিপোর্ট

সরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্তির দাবিতে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনের সড়কে অবস্থান ধর্মঘট পালন করেছে নন এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। সারাদেশ থেকে আসা সহস্রাধিক শিক্ষক এতে অংশ নেন। মঙ্গলবার শিক্ষকদের সড়ক অবরোধের মুখে পুরানা পল্টন মোড়ের আশপাশে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ দিকের রাস্তা, দৈনিক বাংলা, বিজয়নগর ও তোপখানা রোড থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সামনের সড়ক পর্যন্ত যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ পথচারীরা।

এদিকে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ আন্দোলনরত শিক্ষকদের ঘরে ফিরে যাওয়ার অনুরোধ করেছেন। আন্দোলনরত শিক্ষকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'দাবিদাওয়া পূরণের জন্য সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেয়ার চেষ্টা চলছে। আপনারা বাড়ি ফিরে যান। তারা আমাদের শিক্ষক, তারা আমাদের মাথার মণি। কষ্ট যা করার আমরা করব। দয়া করে আপনারা বাড়িতে ফিরে যান।' সচিবালয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতের সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের শিক্ষামন্ত্রী এ কথা বলেন।

বাংলাদেশ নন-এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের ব্যানারে অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচিতে একাত্মতা প্রকাশ করে যোগ দেয় বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটি। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষক কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়েছে শিক্ষকরা। সোমবার থেকে শিক্ষক কর্মচারীরা এমপিওর দাবিতে প্রেসক্লাবের সামনে অবস্থান ধর্মঘট পালন করছে।

মঙ্গলবার শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ পল্টন মোড়ে সড়ক অবরোধ করে

অবরোধ, বিক্ষোভ কর্মসূচি বিকাল ৫টা পর্যন্ত চলে। সংগঠনের সভাপতি অধ্যক্ষ মো. এশারত আলী বলেন, যোগ্যতা অর্জন করেও এমপিওবিহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে ৭ হাজারের বেশি। এ প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে পাবলিক পরীক্ষায় প্রতিবছর শতকরা ২০ ভাগের বেশি পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে। তিনি বলেন, শিক্ষামন্ত্রী তাদের সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত দিতে ব্যর্থ হওয়ায় তারা রাস্তায় নেমেছেন। দাবি আদায়ের জন্য তারা শপথ গ্রহণ করেছেন। দাবি আদায়ের আগ পর্যন্ত তারা রাজপথ ছাড়বেন না। তিনি জানান, সংগঠনের নেতারা এমপিওভুক্তির দাবিতে শিক্ষামন্ত্রী ও সচিবের সঙ্গে পাঁচবার বৈঠক করেছেন। কিন্তু আলোচনায় সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত মেলেনি।

জানা গেছে, দেশে বর্তমানে ২৬ হাজার এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা চার লাখ ৬৯ হাজার ৮৪৪ জন। সরকারের নির্ধারিত যোগ্যতার শর্ত পূরণ করে এমপিওর জন্য অপেক্ষমাণ সাড়ে ৩ হাজারের বেশি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন এক লাখ শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী। এমপিওর আশায় এরা মানবেতর জীবনযাপন করছেন। চলতি ২০১২-১৩ অর্থবছরে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তিতে কোনো অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়নি। শিক্ষকদের প্রত্যাশা ছিল, সরকার তার মেয়াদের শেষের দিকে বাজেটে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত নন-এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এমপিওভুক্ত করবে।

এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, দাবিদাওয়া পূরণের জন্য সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেয়ার চেষ্টা চলছে। মঙ্গলবার সচিবালয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম উন্নয়নসংক্রান্ত বিষয়ে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতের সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।